দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15 OCT 2008 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

আইন অমান্য করায় ১৩টি ভার্সিটিকে শোকজ

মেয়াদোত্তীর্ণ সনদে চলছে ৪১টি ॥ নিজস্ব ক্যাম্পাস আছে মাত্র ৬টির

॥ নিজামুল হক ॥

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বিগ্ন সরকার। আইন মেনে চলবে– এ শর্তে স্বীকৃতির অনুমোদন নিয়ে এখন আর সে সময়ের তোয়াক্কা না করে শিক্ষার নামে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে শিক্ষার্থীরা হচ্ছে প্রতারিত। সরকার এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে যাচ্ছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ইতিমধ্যে ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ করা হয়েছে। আরো ১৩-এর অধিক বিশ্ববিদ্যালয়কে অচিরেই শোকজ করা হবে।

২০০৩ সালে গঠিত সরকারের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ৯ সদস্যের কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে ইউজিসি গত বছরের জুলাই থেকে ৪১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় সরেজমিন পরিদর্শন শুরু করে। এর আলোকেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৩ টি বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ করে। এছাড়া অননুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হতেও সরকার গত সোমবার গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে। বিজ্ঞপ্তিতে অননুমোদিত (৪র্থ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

আইন অমান্য করায়

(প্রথম পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের ভর্তি না হতে সতর্ক করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী যে ১৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে শোকজ করা হয়েছে সেগুলো হলোঃ নর্দান ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি), এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি, বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, রয়েল ইউনিভার্সিটি, ইবাইস ইউনিভার্সিটি, মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটি এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম।

১৩ মে দি মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটিকে দেয়া শোকজে বলা হয়, শর্তানুযায়ী ৫ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করে স্থায়ী হতে না পারায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক অনুমতির মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং উক্ত অনুমতি বাতিল বলে গণ্য। এছাড়া বিগত ৫ বছরেও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ভিসি, প্রো-ভিসি বা ট্রেজারার নিয়োগ হয়নি। ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের কাছে দেয়া শোকজ নোটিসে বলা হয়, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়াদ ২৮ এপ্রিলে শেষ হয়েছে। বর্তমানে উক্ত অনুমতি বাতিল বলে গণ্য।

২১ জুলাই আন্তর্জাতিক ইসলামী ইউনিভার্সিটিকে দেয়া শোকজে বিভিন্ন বিভাগে পূর্ণকালীন অধ্যাপক না থাকা, চ্যান্সেলরের অনুমতি ছাড়া দেশের বাইরে তহবিল চাওয়া এবং সরকারি নিষেধাজ্ঞার পরও আউটার ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী ভর্তি করার অভিযোগ আনা হয়েছে। নর্দান ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের মধ্যে রয়েছে স্থায়ী ভবনে না যাওয়া, অনুমতি ছাড়াই রাজশাহী ও খুলনায় আউটার ক্যাম্পাস খোলা, ভিআইপি-ব্যস্ত সড়কের পাশে স্থায়ী ক্যাম্পাস খোলা, ইংরেজি, বিবিএ এবং ফার্মেসিসহ বেশকিছু বিভাগে শিক্ষকের যোগ্যতায় ঘাটতি এবং খণ্ডকালীন শিক্ষকের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য না দেয়া। ১৫ সেপ্টেম্বর এশিয়ান ইউনিভার্সিটির কাছে পাঠানো শোকজে প্রধান ক্যাম্পাস ও আউটার ক্যাম্পাসে অননুমোদিত বিষয় পড়ানো, রাজশাহী খুলনায় আউটার ক্যাম্পাস খোলা, অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, খণ্ডকালীন শিক্ষকদের কাছ থেকে তাদের স্ব স্ব কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র না নেয়া এবং ৫ বছরেও স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়ার অভিযোগ তুলে ধরে হয়। ইবাইস ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে স্থায়ী ক্যাম্পাসে গমন এবং জমি সংক্রান্ত অঙ্গীকার লংঘনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। সাউথ এশিয়া ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে চ্যান্সেলরের নিযুক্ত কোষাধ্যক্ষ নিয়োজিত না থাকার অভিযোগ তোলা হয়েছে। এছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ৫ ভাগ দরিদ্র শিক্ষার্থীর পড়ার সুযোগ না দেয়া, প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব, আয়-ব্যয়ের অডিটে নিয়মানুযায়ী ফার্ম নিয়োগ না করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে দেশের ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪১টিই চলছে মেয়াদোত্তীর্ণ সনদ নিয়ে।

ইউজিসির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রধান মোঃ খালেদ ইত্তেফাককে জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৯২ এবং ১৯৯৮ (সংশোধিত) অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট কয়েকটি শর্ত মেনে চলতে হয়। এর মধ্যে অন্যতম হল ৫ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে গমন। প্রথমে যে সাময়িক সনদ প্রদান করা হয়, শর্তপূরণ করলে তা স্থায়ী বা নবায়নের বিধান রয়েছে। তিনি জানান, এপর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গণবিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি চট্টগ্রাম (ইউএসটিসি) এবং প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি স্থায়ী ক্যাম্পাস করেছে। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ কাজ সম্পন্নের পথে। এছাড়া আরো চারটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যেগুলোর সনদ গ্রহণের বয়স ৫ বছর অতিক্রম হয়নি। এই দশটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকিগুলোর সাময়িক সনদের বয়স মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ইত্তেফাককে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ৫ বছরের জন্য সাময়িক সনদ প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। তিনি জানান, হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যরা শর্ত পূরণ করেনি। তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।